আমাদের গণমাধ্যম
এনিগমা মাল্টিমিডিয়া'র নিজস্ব প্রচারের জন্য

জুন, ২০২৩
সংখ্যা ৪

ঈদ-উল-আজহা ২০২৩

ঈদ মানে আনন্দ। ঈদ মানে উৎসব। ঈদ মানে সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। কোরবানি আমাদের ত্যাগের শিক্ষা দেয়। সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে এক হতে শেখায়। দুস্থ ও বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার প্রেরণা জোগায়। ঈদের শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে সবার মাঝে। পবিত্র এই উৎসব আমাদের জীবনে বয়ে আনুক সমৃদ্ধি ও সৌহার্দ্য। পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষে এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের পক্ষ থেকে সবার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। ঈদ মোবারক!

কোরবানির প্রস্তুতি এবং করণীয় বিষয়ে এনিগমা মাল্টিমিডিয়ার আয়োজন দেখতে ক্লিক করুন :
https://www.youtube.com/watch?v=vymvnhEMpNA

প্রত্যাশা আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম

কুমার বিশ্বজিৎ, সংগীতশিল্পী

আমাদের প্রত্যাশা এমন একটা আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা আসবেন। একে অপরের মিউজিক সম্পর্কে জানবেন, বুঝবেন, সমৃদ্ধ হবেন। এটাই হওয়া উচিত। আমাদের সংগঠন 'সংগীত ঐক্য বাংলাদেশ' থেকে সংগীতের উন্নয়নে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছি। মন্ত্রণালয় আমাদের সঙ্গে একমতও হয়েছে।

সংগীতে আমরা ক্রমেই পরনির্ভরশীল হয়ে উঠছি। আমাদের অস্তিত্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত আমরা একটা প্রজন্ম তৈরি করতে পেরেছি। নিজেদের বলতে কিছু ছিল। এখন তো বাইরের সংগীতের ধারাই বেশি অনুসরণ করা হচ্ছে। আমাদের ফোক গানের বিদেশি আয়োজনটাই বেশি শোনে এখনকার ছেলেমেয়েরা। কলকাতায় রিয়েলিটি শোতে ফোক গান ব্যবহার করা হচ্ছে। অধিকাংশই আমাদের ফোক। মানুষ সেগুলো আগ্রহ নিয়ে শুনছে। আমাদের সম্পদ নিয়ে অন্যরা কাজ করছে অথচ আমরা পারছি না। বিদেশি প্রতিষ্ঠান এসে নতুন আয়োজনে আমাদের গানগুলো তাদের করে নিচ্ছে। এসব আমাদের জন্য অনেক অ্যালার্মিং। এসব চলতে থাকলে আমরা সাংস্কৃতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ব, যা হবে সবচেয়ে ভয়ানক!

আমরা নিজেরা কিছু করছি না, বরং নিজের জমি অন্যের কাছে বর্গা দিয়ে প্রতিনিয়ত লুজার হচ্ছি! দেশের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর এগিয়ে আসা উচিত। আমরা এখন গ্লোবালাইজেশনের যুগে আছি। আমাদের গানগুলো আরও অলংকৃত করে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের কাছে উপস্থাপন করা উচিত।

শিল্পীদের মধ্যে বাউলিয়ানা ভাব থাকে। অর্থ-বৈভবের দিকে তাঁরা ছোটেন না। সারাক্ষণ সৃষ্টির পেছনে পড়ে থাকেন। শেষ বয়সে গিয়ে প্রশ্ন জাগে-আমি কী করলাম? কী পেলাম? নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য তো কিছুই করিনি! অথচ দেখা যায় তিনি সংগীতের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে গেছেন। এই শিল্পীরা কেন শেষ বয়সে দুস্থ হবেন? একটি নিয়মে আসতে হবে, যেন শিল্পীদের এই ন্যায্য প্রাপ্য তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া যায়। (অনুলিখন)

'বিশ্ব সংগীত দিবস'-এ এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের নিবেদন 'বিশ্বভরা সুর' দেখতে ক্লিক করুন : https://www.youtube.com/watch?v=GAl6gvL2u8g

আমার প্রথম সুপারম্যান

গত ১৮ জুন ছিল বিশ্ব বাবা দিবস। দিনটিকে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপন করেছে এনিগমা টিভি। 'আমার প্রথম সুপারম্যান' সিজন-২ শিরোনামে কর্মসূচির আওতায় সাজানো হয়েছে এসব আয়োজন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হচ্ছে এ দিবসকে কেন্দ্র করে থিম সং নির্মাণ ও সম্প্রচার। বাবা দিবস নিয়ে সৈয়দ মইনুল হাসান রাসেলের লেখা ও সুরে গানটি গেয়েছেন শিল্পী তানভীর আলম সজীব।

অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে ছিল ১৮ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের দিয়ে তাদের বাবা সম্পর্কে অনূর্ধ্ব তিন মিনিটের ভিডিও চিত্র নির্মাণ যা দিনব্যাপী প্রদর্শন করা হয়।

'বিশ্ব বাবা দিবস'-এর এনিগমা টিভির আয়োজন উপভোগ করতে ভিজিট করুন :

https://youtu.be/7h3X0MsxW5A

https://youtube.com/playlist?list=PLsbjIhGT4gsLFiwu5NpMy3qb7Mz8AKvFI

আমাদের গণমাধ্যম
এনিগমা মাল্টিমিডিয়া'র নিজস্ব প্রচারের জন্য
জুন, ২০২৩
সংখ্যা ৪

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১০, ১৭ এবং ২৪ জুন এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড আয়োজন করে ৩ দিনব্যাপী ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি কর্মশালা। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট আলোকচিত্রী ও সিনেমাটোগ্রাফার মো. শামসুল হুদা এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সম্মানিত প্রশিক্ষক মাসুদ মনোয়ার ভূইয়া। দিনব্যাপী এই কর্মশালায় তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা হাতেকলমেও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কর্মশালা শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।

জুন মাসে এনিগমা টিভির আরও কিছু অনুষ্ঠান

ইসলাম ও জীবনজিজ্ঞাসা
হজ বিষয়ক আলোচনা
দেখতে ক্লিক করুন :
https://www.youtube.com/watch?v=oH2-jEAFPkA

টেক ম্যানিয়া ১.০

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আইটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজে অনুষ্ঠিত হয় 'টেক ম্যানিয়া১.০'। 'টেক ম্যানিয়া ১.০'' নিয়ে এনিগমা মাল্টিমিডিয়ার বিশেষ প্রতিবেদন দেখতে ক্লিক করুন : https://youtu.be/yTyep_EVIHc

ফুড এন্ড এগ্রো বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০২৩

রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৬ষ্ঠ 'ফুড এন্ড এগ্রো বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০২৩'। মেলায় দেশি-বিদেশি খাদ্যপণ্য ও প্যাকেজিং এবং কৃষিপণ্য ও কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করা হয়। 'ফুড এন্ড এগ্রো বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০২৩' নিয়ে ভিডিও প্রতিবেদন দেখতে ক্লিক করুন :
https://youtu.be/__EeJmKzw54

স্ট্রাটেজিক কমুনিকেশনস্ প্ল্যান

সরকারি সবধরনের সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকারের রয়েছে নানামুখী কার্যক্রম ও পরিকল্পনা। এ সব সেবা যাতে দেশের সাধারণ মানুষ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্য দিয়ে পেতে পারে সেলক্ষ্যে গত ২৫মে ২০২৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্ল্যাটফর্মস ফর ডায়ালগ (পিডিএ) প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত হল 'স্ট্রাটেজিক কমুনিকেশনস্ প্ল্যান' এর শুভযাত্রা।
অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে জানতে ক্লিক করুন :
https://youtu.be/gIyWvQD-CO8

ইম্পর্টেন্স অফ সাইবার সিকিউরিটি

ডিজিটাল সিকিউরিটি স্থায়ী কমিটির আয়োজনে 'ইম্পর্টেন্স অফ সাইবার সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ডস ফর অ্যান অর্গানাইজেশন' শিরোনামে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় বেসিস মিলনায়তনে। অনুষ্ঠানে বক্তারা সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বিষদ আলোচনা করেন। 'ইম্পর্টেন্স অফ সাইবার সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ডস ফর অ্যান অর্গানাইজেশন' সেমিনারের ওপর ভিডিও প্রতিবেদন দেখতে ক্লিক করুন :
https://youtu.be/vmt7OIoiAcc

শ্রাবণ রাতের প্রেমিক : নজরুল

শিহাব শাহরিয়ার

(পূর্ব প্রকাশের পর)

তাই বার বার, বহুবার, এমনকি প্রতিদিনই তাঁকে মনে করতে হবে, কারণ রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি নজরুল বাঙালির জাগরণে এবং বাংলা সাহিত্যের মূল সুরকে বাজানোর ক্ষেত্রে প্রধান বংশীবাদকের কাজটি করেছেন। বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের জাগরণের ক্ষেত্রে নজরুল অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। চুরুলিয়া থেকে ঢাকা এই ভৌগোলিক পরিসীমায় এবং ১৮৯৯ থেকে ১৯৭৬ এই সময় পরিসরে নজরুল তাঁর নিঃসীম দুঃখকে জয় করে নজরুল মাত্র ৪২ বছরের মুক্তবাক ও সরব জীবন নিয়ে যে সৃষ্টির পৃথিবী নির্মাণ করে গেছেন তা বাংলা ভাষা-ভাষী জন-মানুষের জন্য তো বটেই, অন্য ভাষার সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঈর্ষণীয় বিষয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নজরুলকে মূল্যায়ন করেছেন। ব্রিটিশ-প্রশাসনের আওতায় কারাগারে অবরুদ্ধ নজরুলকে অনশন ভাঙার অনুরোধ করেছেন, নাটক উৎসর্গ করেছেন, বিশেষ করে তিরিশের পঞ্চপাণ্ডবদের স্ফুরণের আগেই তিনি নজরুলের প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

নজরুল ছিলেন মানবতার কবি, মানুষের কবি, সাম্যের কবি, সমতার কবি, অসাম্প্রদায়িক চেতনার কবি, সমাজ-ভাবনার কবি এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের জাতীয় কবির শিরোপা পেয়েছেন তিনি। দেশ-মাতৃকার ভাবনা ও চেতনাকে আমৃত্যু তিনি লালন করেছেন। এদেশ, মাটি ও মানুষের কথা তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। আমরা তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যা দিয়েছি। কারণ তাঁর মননে বিদ্রোহের রেখা জ্বলজ্বল করেছে। সমস্ত শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার বিদ্রোহ তিনি করেছেন। পরাধীন বাঙালির মুক্তির ভাবনা তাঁকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে। এজন্য তিনি কলমকে হাতিয়ার করেছেন। তাঁর জীবনের ওপর একটু আলো ফেললে দেখা যাবে– শৈশবের দরিদ্রতাকে তুচ্ছ-জ্ঞান করার প্রয়াশে রুটির দোকানে কাজ করেছেন আবার মক্তবে পড়াশোনা এমনকি লেটুরদলে তুখোড় তুর্কি হয়েছেন। আসানসোলের ছোট্ট দুখু মিয়া এভাবেই জীবন শুরু করেছিলেন। বাংলাদেশের দারোগা কাজী সাহেবের হাত ধরে ময়মনসিংহের ত্রিশালে আসেন ছোট্ট নজরুল। এখানেও পড়াশোনা তেমন হয়নি, দুরন্তপনাই হয়েছে। সুখের বিষয় যে, তাঁকে স্মরণে রাখার নিমিত্তে এখানে তাঁর নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। এবং প্রতি বছর সরকারের উদ্যোগে এখানে নজরুল জন্মদিবস পালন করা হয়। ঢাকায় জাতীয়ভাবে এবং কুমিল্লা, মানিকগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীসহ পালন করা হয় সারা বাংলাদেশেই। নজরুলের গান, নজরুলের কবিতার আবৃত্তি, নজরুলের সাহিত্যের আলোচনাসহ নানা দিক মূল্যায়ন করার প্রয়াস ঘটে। এই প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের বাঙালিদের জন্য। কেননা স্বাধীনতাত্তোর একটি বিশাল জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে– যাদের কাছে নজরুল-রবীন্দ্রনাথ-লালন ও বঙ্গবন্ধুসহ বাঙালির কীর্তিমানদের তুলে ধরতে হবে। তুলে ধরতে হবে বাঙালি সংস্কৃতি ও হাজার বছরের সাহিত্যকে– যে সাহিত্যে নজরুল একজন উজ্জ্বল পুরুষ।

'গাহি সাম্যের গান...' এই যাঁর মহান উচ্চারণ, তাঁকে আমাদের অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। কারণ নজরুল মানুষে মানুষে সমতার কথা বলেছেন। তাঁর প্রত্যাশিত সমাজ ছিল সুষম সমাজ। সম-বণ্টনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নারী-পুরুষের পার্থক্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। (ক্রমশ)

লেখক: কথাসাহিত্যিক